দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 01 NOV 2006

পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা প্রশাসন এখনও বিএনপি-জামায়াত জোটের নিয়ন্ত্রণে

সাবেক মন্ত্রীর তালিকা অনুযায়ী অর্ধশত শিক্ষক-কর্মচারী দক্ষিণ কোরিয়া ভ্রমণে যাচ্ছেন

ইনকিলাব রিপোর্ট

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের পরিবর্তন হলেও তার কোন প্রভাব পড়েনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রশাসনের সর্বত্র বহাল তবিয়তে রয়েছেন জোট সরকারের মেয়াদের সুবিধাভোগীরা। বিশেষ করে যেসব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে, বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগের তথ্য প্রমাণও জমা পড়েছে কিন্তু ভাগবাটোয়ারার হিসেব- নিকেশে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে অধিকতর দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন, তারা শিক্ষা প্রশাসনে এমনকি প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হয়ে স্বপদে বহাল থেকে বিএনপি জামায়াত জোটের কর্মীর দায়িত্ব পালন করছেন। সাবেক শিক্ষামন্ত্রী আস্থাভাজন হয়ে কর্মকর্তা হিসেবে চিহ্নিত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা ক্যাডার সার্ভিসে পদোন্নতি পেয়েছেন, অন্যত্র বদলী হয়ে যোগদান করেছে এমনকি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত রয়েছেন তারা এখনও বিগ ...

শেষ পৃষ্ঠার পর

মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা প্রশাসন এখনও

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ড. ওসমান ফারুকের নানা অপকর্মের সহযোগী হিসেবে যেসব কর্মকর্তা কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন, দফায় দফায় বিদেশ ভ্রমণ করেছেন এবং ক্ষমতা বদলের আগ মুহূর্তে ঢাকার ভেতরে অন্যত্র লোভনীয় পদে বদলী হয়ে গেছেন তারা আগের মতই শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করছেন। পেছনের তারিখে বিভিন্ন ফাইলে সই করার এবং সাবেক সরকারের গোয়েন্দাগিরি করার অভিযোগও রয়েছে এসব কর্মকর্তার ভেতরে।

সাবেক শিক্ষামন্ত্রীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ জালিয়াতি করে উচ্চতর পদে চাকরি নিয়েছেন, অর্থ আত্মসাত মামলার আসামী হয়েছেন, দুর্নীতির দায়ে চাকরিচ্যুত হওয়ার পরও নিভাগই অর্থের বিনিময়ে চাকরি ও সরকারী অর্থায়নে গঠিত তহবিলের পরিচালনা কমিটির শীর্ষ কর্মকর্তার পদ দখল করেছেন এমন সব ব্যক্তিও এখনও বিএনপি- জামায়াতের ক্যাডারের ভূমিকা পালন করছে। এসব তৎপরতার বিরুদ্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারী সমিতির নেতৃবৃন্দ গত সোমবার মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করলেও কোন লাভ হয়নি। শিক্ষা সচিব মোঃ মোমতাজুল ইসলাম এখনও সাবেক শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন বলেও অভিযোগ করা হয়েছে নন-ক্যাডার কর্মকর্তাসহ কর্মচারীদের পক্ষ থেকে। জোট সরকারের মেয়াদের সর্ব শেষ পদোন্নতির লটের উপসচিব নাসরিন আক্তার সংস্থাপনে যোগদানের পরও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পূর্বের দপ্তরে প্রতিদিন অফিস করছেন, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফাইলে ব্যাকডেটে সই করছেন বলে অভিযোগ পাওয়ার পর গতকাল দুপুরে সচিবালয়ের ৬ নম্বর ভবনের ১৭ তলায় গিয়ে নাসরিন আক্তারকে অফিস করতে দেখা গেছে। এ সময় ইনকিলাবের এক প্রশ্নের জবাবে ...

... চালিয়ে নিচ্ছি। মন্ত্রণালয়ের ন্যায় শিক্ষা ভবন, শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট এবং বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ডে সাবেক জোট সরকারের সুবিধা ভোগীদের বিশেষ ব্যস্ততা দেখা গেছে। পলাশীর ব্যানবেইস ভবনে অবস্থিত অবসর সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্ট অফিস এখন বিগত সরকারের একশ্রেণীর ক্যাডারদের কার্যালয়ে পরিণত হয়েছে। যেসব শিক্ষক-কর্মচারীর আর্থিক সুবিধা পাওয়ার কথা তা ফাইল চাপা দিয়ে কল্যাণ ট্রাস্ট ও অবসর সুবিধা বোর্ডের তহবিলের অর্থ বিএনপি-জামায়াত জোটের নেতা, কর্মী ও সমর্থক বিবেচনায় ছাড় করা হচ্ছে বলে নাম না প্রকাশ করার শর্তে অভিযোগ করেছেন ব্যানবেইসের একাধিক কর্মচারী।

এদিকে নিয়ম-নীতি এড়িয়ে সাবেক শিক্ষামন্ত্রীর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক ইচ্ছা পূরণে যারা সহায়তা করেছেন তাদের পুরস্কৃত করতে সরকারের মেয়াদ শেষের ২/৩ মাস আগে থেকেই তাদের দলে দলে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণে পাঠিয়েছেন। তারই ধারাবাহিকতায় আজ বুধবার এবং আগামী শুক্রবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা অধিদপ্তর, ব্যানবেইস থেকে প্রায় অর্ধশত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষকদের দক্ষিণ কোরিয়া পাঠানো হচ্ছে। এদের এক তালিকায় রয়েছেন শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক ড. সিরাজসহ একজন আঞ্চলিক পরিচালক, সাবেক শিক্ষামন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব সাইফুল ইসলাম, শিক্ষা সচিবের পিও গোলাম মোস্তফা, যুগ্ম সচিবের (প্রশাসন) পিও মনিরুল ইসলাম মিলন এবং শিক্ষকদের তালিকায় রয়েছেন ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় জোট সরকারের কট্টর সমর্থক সরকারী-বেসরকারী শিক্ষক সংগঠনের নেতা-কর্মী হিসেবে চিহ্নিত ২০ জন শিক্ষক। এ দলটি আজই দক্ষিণ কোরিয়ার উদ্দেশে দেশ ছাড়ছেন। কঠোর গোপনীয়তায় এ তালিকা তৈরী ও আদেশ জারি ...